যীশুর প্রত্যাবর্তন
২৩/২৪ সেপ্টেম্বর
২০২৫

জোশুয়া ম্লাকেলা

যীশুর প্রত্যাবর্তন ২৩/২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫

শুধুমাত্র খসড়া অনুবাদ

প্রথম প্রকাশিত ৬ জুলাই, ২০২৫ তারিখে ট্রুথ লিমিটেড কর্তৃক মূল ইংরেজিতে

এই প্রকাশনার একটি বিনামূল্যের সংস্করণ ইন্টারনেট আর্কাইভ থেকে ডাউনলোড করা যেতে পারে।

এই বার্তার বিষয়বস্তু তাত্ত্বিকভাবে এতটাই পৃথিবীবিধ্বংসী এবং সর্বজনীন যে তারা দাবি করে যে এই ই-বুকলেটটি কোনও কপিরাইট বিবেচনা ছাড়াই, যেকোনো ভাষা বা উপভাষায় অবাধে অনুবাদ করা হোক এবং একইভাবে বিশ্বের যেকোনো স্থানে অবাধে বিতরণ করা হোক।

প্রকাশকের নোট

যীশু খ্রিস্ট গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারের ২৩ বা ২৪ সেপ্টেম্বর খ্রিস্টীয় চার্চকে হরণ করতে ফিরে আসছেন। এই দুটি তারিখ ইস্রায়েলে ট্রাম্পেটের উৎসবের পাশাপাশি ৫৭৮৬ সালের ইহুদি ধর্মীয় নববর্ষ (রশ হাশানা) শুরুর সাথে মিলে যায়। গির্জার ভাষায়, এটি গির্জার দীর্ঘ প্রতীক্ষিত পরমানন্দ, এবং যীশু এবং গির্জার মধ্যে তাঁর কুমারী "কন্যা" হিসাবে আধ্যাত্মিক বিবাহের সাথে তুলনা করা হয়েছে। পৃথিবীর সকল সময় অঞ্চল জুড়ে এটি চোখের পলকে ঘটবে এবং নিঃসন্দেহে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে যারা আছেন তারাও এর থেকে রেহাই পাবেন না। লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের ছিঁড়ে যাওয়া পোশাক রেখে অদৃশ্য হয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে – এবং বাকি পৃথিবীকে সাত বছরের ক্লেশের মধ্যে নিমজ্জিত করা হবে যা যীশুর দ্বিতীয়বারের মতো ফিরে আসার সাথে শেষ হবে। এবার তিনি ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০৩২ তারিখে ইহুদিদের প্রায়শ্চিত্ত দিবসে (ইয়ম কিপ্পুর) প্রকাশ্যে জেরুজালেম থেকে রাজাদের রাজা এবং প্রভুদের প্রভু হিসেবে সমগ্র পৃথিবীর উপর শাসন করবেন।

জোহানেসবার্গের জশুয়া ব্লাকেলার এই সাক্ষ্যটি এখানে একজন প্রাক্তন খ্রিস্টান সংবাদপত্রের প্রতিবেদক দ্বারা লিখিত। এটি ২০২৫ সালের জুনে সম্প্রচারিত ব্রাদার জশুয়া – গডস ভয়েস ডেইলি এবং সেন্টউইঞ্জ সমন্বিত দুটি ইউটিউব পডকাস্টের উপর ভিত্তি করে তৈরি। তারপর থেকে, তার সাক্ষ্যকে আরও শক্তিশালী করা হয়েছে একজন সহকর্মী দক্ষিণ আফ্রিকান, খ্রিস্টে একজন বোনের দ্বারা যিনি আজ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে যীশু তাকে একটি লিখিত বিবৃতি দিয়েছিলেন যা নিশ্চিত করে যে তিনি এই আসন্ন তূরী উৎসবে ফিরে আসবেন মারান আথা!

আমার নাম জোশুয়া ব্লাকেলা। আমি জোহানেসবার্গে থাকি কিন্তু কেপ টাউন থেকে এসেছি। আমি যীশুতে বিশ্বাসী এবং আজ আমি সেই কথা বলতে প্রস্তুত যা তিনি আমাকে বাইরের বিশ্বকে বলতে পাঠিয়েছেন। আমি কোনও প্রেরিত, যাজক বা বিশপ নই - কেবল যীশুতে রক্তে ধোয়া একজন সাধারণ পুনর্জন্মপ্রাপ্ত বিশ্বাসী। আমি কয়েক বছর ধরে প্রভুর সাথে হাঁটছি। তাই আমি বলতে পারি যে আমি তাকে ব্যক্তিগতভাবে চিনি। আমি সবাইকে বলতে চাই যে পরমানন্দ আমাদের উপর। এমনকি যদি আপনি এর জন্য প্রস্তুত না হন - তবে এটি আপনার জন্য প্রস্তুত।

১৯৮২ সালে আমার জন্মের আগে, আমার বাবা একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন যেখানে তাকে আমার নাম জোশুয়া রাখতে বলা হয়েছিল। এটি একটি অজাত শিশুর লিঙ্গ নির্ধারণের জন্য প্রযুক্তি উপলব্ধ হওয়ার অনেক আগে থেকেই ঘটেছিল। যাইহোক, কিছু প্রসবকালীন জটিলতার কারণে, ডাক্তার আমার বাবা-মাকে সতর্ক করেছিলেন যে আমি মৃত বা আহত অবস্থায় বেরিয়ে আসব। অবশেষে যখন আমি কোনও সমস্যা ছাড়াই বেরিয়ে আসি তখন ডাক্তার আমাকে একটি অলৌকিক শিশু ঘোষণা করেছিলেন।

আমার জন্মের দিন, আমার মা আমার সাথে তার পেটের উপর শুয়ে ছিলেন, ঠিক সেই সময় তিনি অনুভব করলেন যে তার উপর একটা আধ্যাত্মিক শক্তি এসে তাকে শ্বাসরোধ করার জন্য চাপ দিচ্ছে। এই শক্তির সাথে লড়াই করে, তিনি তার শরীর ঘুরিয়ে দিতে যাচ্ছিলেন, ভুলে গিয়েছিলেন যে আমি তার পেটের উপর আছি। যদি তিনি ঘুরে দাঁড়াতেন, তাহলে আমি মেঝেতে পড়ে যেতাম এবং নিজেকে আহত করতাম, সম্ভবত মারাত্মক। কিন্তু তারপর ঈশ্বর তাকে আমার উপস্থিতির কথা মনে করিয়ে দিলেন, তাই তিনি আমাকে শক্ত করে ধরে রাখলেন, এবং সেই আত্মা অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমার বয়স যখন প্রায় চার বা পাঁচ, তখন আমার পরিবারের পরিচিত কেউ আমাকে প্রায় এক মাস ধরে অপহরণ করেছিল। অলৌকিকভাবে, একজন ভারতীয় ব্যক্তি পুলিশকে খবর দেয়, এবং তারা এবং আমার বাবা-মা এসে আমাকে উদ্ধার করে। আমি সেই সময়ের স্মৃতি ধরে রেখেছি - কেবল এমন একটি জায়গার স্তূপে বসে আছি যা আমি জানতাম না, কেবল সারাদিন কাঁদছি।

যখন আমি ১৬ বা ১৭ বছর বয়সী কিশোর ছিলাম, তখন আমি আত্মহত্যার চিন্তার সাথে লড়াই করছিলাম। আমি আমার জীবন নিতে খুব চেয়েছিলাম, এবং শত্রু আমাকে তা করার সুযোগ করে দিচ্ছিল। আমি একবার এই কথা মনে করি যখন আমি আমার জীবন নেওয়ার চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু ঠিক যখন আমি এটি করতে যাচ্ছিলাম, ঈশ্বর আমাকে থামিয়ে দিলেন।

তাই আমার জন্মের দিন থেকেই মৃত্যু আমার পিছু পিছু করছিল। এটা একটা প্রচলিত কথা যে সবাই মারা যাবে কিন্তু বাইবেল অনুসারে এমন কিছু লোক আছে যারা কখনও মৃত্যু দেখতে পাবে না। ১ করিন্থীয় ১৫:৫১-৫২ পদে পৌল বলেন, "আমরা সকলেই ঘুমাবো না।" অন্য কথায়, আমরা সকলেই মরবো না কিন্তু এক মুহূর্তের মধ্যে, চোখের পলকে, আমরা সকলেই পরিবর্তিত হব। আমরা মর্ত্য থেকে অমর হয়ে রূপান্তরিত হব। ঈশ্বর আমাদের নতুন দেহ দেবেন যার মাধ্যমে আমরা কখনও মরব না। তাই আমি মনে করি মৃত্যুর আত্মা আমার পিছু পিছু যাচ্ছিল কারণ হয়তো শয়তান তখনও জানত যে আমার ভবিষ্যতের জীবনে আহ্বান হবে ভবিষ্যতে এমন একদল লোককে বলা যে ঈশ্বর মৃত্যু দেখতে না পাওয়ার জন্য বেছে নেবেন। তাই মৃত্যু আমার শত্রু, এবং মৃত্যু ঈশ্বরের শত্রু।

আমোস ৩:৭ পদে বলা হয়েছে, "প্রভু তাঁর দাস ভাববাদীদের কাছে তাঁর পরিকল্পনা প্রকাশ না করে কিছুই করেন না।" আমি একজন নবী নই কিন্তু আমি প্রভুর একজন দাস। এবং আজ ঈশ্বর বিশ্বের মানুষের কাছেও তাঁর পরিকল্পনা প্রকাশ করছেন।

২০০০ সালে আমি একজন খ্রিস্টান হয়েছিলাম। আত্মহত্যার চিন্তাভাবনার সাথে লড়াই করার পরও যখন আমি কিশোর বয়সে ছিলাম, তখন আমি যীশুর কাছে আমার জীবন উৎসর্গ করেছিলাম আমার মনে হয় আমার বয়স ছিল ১৯ বছর, যখন আমি যীশুর কাছে এসেছিলাম এবং তাঁকে আমার জীবন উৎসর্গ করেছিলাম সেই বছরই, আমি যে গির্জার সাথে ছিলাম, আমরা লোকেদের বাড়িতে তাদের জন্য প্রার্থনা করার জন্য যেতাম। একদিন বিকেলে, এই বাড়িগুলি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় আসার সময়, আমি লক্ষ্য করলাম যে আমাদের পাশে একটি দেবদূত দাঁড়িয়ে আছেন যিনি একটি ভবন বা চারপাশের সবচেয়ে উঁচু গাছের সমান লম্বা। এই দেবদূত একটি তরবারি বহন করছিলেন এবং তিনি আমাদের পাহারা দেওয়ার মতো চারপাশে তাকাচ্ছিলেন। যদিও আমার সঙ্গীরা এটি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না। আমি তখন তাদের কিছু বলিনি কারণ আমি জানতাম না যে এটি সম্পর্কে কী করব। যাই হোক, এটি ছিল একজন নবজাতক খ্রিস্টান হিসেবে আধ্যাত্মিক জগতের আমার প্রথম অভিজ্ঞতাগুলির মধ্যে একটি। কখনও কখনও আমি গির্জায় যাতায়াত করতাম বা ফিরে আসতাম, এবং আমি ঈশ্বরের পবিত্র আত্মার উপস্থিতিতে এতটাই পরিপূর্ণ হতাম যে আমার মনে হত যেন যীশু আমার পাশে হাঁটছেন, যদিও আমি তাকে দেখতে পেতাম না।

২০০৩ সালে, আমি যে গির্জায় যে গির্জায় যোগদান করতাম, সেখানেই আমি একজন সহকারী পাস্টর হলাম। এক রাতে স্বপ্নে আমি ভবিষ্যৎ দেখতে পেলাম। এক অন্ধকার রাতে আমি নিজেকে একটি খোলা মাঠে দেখতে পেলাম। মাটির দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলাম যে এটি পুড়ে গেছে। সহজাতভাবে আমি বুঝতে পারলাম যে আমি যেখানে ছিলাম সেই মাটিই পুড়ে গেছে। পুরো পৃথিবী পুড়ে গেছে! আমি যেখানে ছিলাম, পরিবেশ এত ভয়ঙ্কর ছিল। আমি যেখানে ছিলাম সেখানে থাকাটা খুবই ভয়ঙ্কর ছিল। আমি অন্য একজন মানুষকে খুঁজে বের করার জন্য একটি পাহাড়ে উঠতে গেলাম কারণ অন্ধকার এবং ভয়ঙ্কর রাতে আমি এই জায়গায় একা ছিলাম। আমি পাহাড়ে উঠলাম, চারপাশে তাকালাম কিন্তু আর কাউকে পেলাম না। আমি তারার দিকে তাকালাম এবং তারাগুলো দেখতে পেলাম। তারার দিকে তাকিয়ে, আমি আমার ভেতরে বুঝতে পারলাম যে খ্রিস্টান বিশ্বাসীদের সেই ধ্বংসের আগে স্বর্গে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল যার পরিণতি আমি এখানে প্রত্যক্ষ করছিলাম। তারপর আমি জেগে উঠলাম। ঘুম থেকে ওঠার পর, আমার মনে হয়েছিল যেন ঈশ্বর ভবিষ্যৎ দেখতে এসেছেন এবং তারপর আমাকে ফিরিয়ে এনেছেন।

সাত বছর পর, ২০১০ সালে, আমি ২৮ বছর বয়সে সহকারী যাজক পদ থেকে পদত্যাগ করি, এই ভেবে যে, "ঈশ্বর, আমি তোমার সেবা করেছি। আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। এখন আমি কি আমার নিজের জীবনের দিকে মনোনিবেশ করতে পারি?"

পরের বছর, আবার স্বপ্নে, আমি নিজেকে স্বর্গের একটি আদালতে দেখতে পেলাম। আমি আদালতের দরজার বাইরে ছিলাম। আমার সামনে, ভেতরে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিলাম, একজন লোক আক্ষরিক অর্থেই ভয়ে কাঁপছিল। মনে হচ্ছিল যেন সে জানত যে একবার সে আদালতে পা রাখলে, সে টিকে থাকতে পারবে না। যাই হোক, অবশেষে সে ভিতরে গেল, এবং আমি জানি না তার কী হয়েছিল। আদালতের কার্যক্রম এত দ্রুত ছিল যে মাত্র কয়েক সেকেন্ড সময় লেগেছিল।

ইব্রীয় ৯:২২ পদ বলে, "একজন মানুষের জন্য একবার মৃত্যু নির্ধারিত, এবং তারপর বিচার আসে।" তাই আমি জানতাম যে বিচারের জন্য আদালতে আসা এই লোকেরা ইতিমধ্যেই পৃথিবীতে মারা গেছে, কিন্তু আমি জানতাম যে আমি মৃত নই। তারপর আমার পালা। আমি নিজেকে আদালতে গির্জার মতো একটি পিউতে বসে থাকতে দেখলাম, এবং বিচারক সাধারণত যেখানে বসেন সেই চেয়ারের দিকে তাকালাম। ঈশ্বর ছিলেন — তিনি যে আসনে বসেছিলেন সেখানে তিনি এত বিশাল ছিলেন। তিনি স্বচ্ছ ছিলেন, তাই আমি তাঁর আকৃতি বুঝতে পারছিলাম না, তবুও আমি বুঝতে পারছিলাম যে তিনিই ঈশ্বর। আমার বাম দিকে ছিলেন মানবদেহের মতো যীশু, যিনি আমার আইনজীবী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। আমার ডানদিকে ছিলেন শয়তান এবং তার হাতে ছিল একটি মোটা ফাইল যাতে আমার সমস্ত পাপের বিবরণ লেখা ছিল। তাই শত্রু শয়তান পিতা ও বিচারক ঈশ্বরের সামনে আমাকে অভিযুক্ত করছিল, কিন্তু তারপর যীশু এগিয়ে গেলেন। যখন তিনি এগিয়ে গেলেন, ঠিক তখনই আমি আমার সমস্ত পাপ থেকে খালাস পেয়ে গেলাম। দক্ষিণ আফ্রিকায়, যদি আপনাকে আদালত দোষী সাব্যস্ত করে কারাগারে সাজা দেয়, তাহলে আপনাকে আদালত কক্ষ থেকে সিঁড়ি বেয়ে একটি লকআপে যেতে হবে এবং তারপর কারাগারে নিয়ে যাওয়া হবে। এই স্বর্গীয় আদালতেও তাই হয়েছিল। যদি আপনি তা করতে না পারেন, তাহলে আপনি সেই সিঁড়ি দিয়ে নরকে যাবেন কিন্তু যদি আপনি তা করতে পারেন, তাহলে আপনি স্বর্গে যাবেন। আমার খালাসের পর, আমি স্বর্গে উঠে গেলাম। যখন আমি সেখানে পৌঁছালাম, তখন দিন ছিল, এবং আমি লোকজনকে বসে থাকতে দেখলাম। তাদের পোশাক দেখে বিচার হচ্ছিল যে তারা স্কুলছাত্র এবং কারাগারের বন্দী। কিন্তু তারা স্বর্গে ছিল - তারা সফল হয়েছিল!!!

তারপর যীশু আমার সামনে সাদা পোশাক পরে হাজির হলেন। আমি তাকে সেখানে আদালতে রেখে এসেছিলাম, কিন্তু তারপর আবার তাকে স্বর্গে পেয়েছি। এই প্রথম আমি যীশুকে কাছ থেকে কোন দর্শন বা স্বপ্নে দেখতে পেলাম। তিনি মধ্যপ্রাচ্যের দিকে তাকালেন। তার চুল ছিল গাঢ় বাদামী, ঘাড় পর্যন্ত। তিনি ছিলেন সুদর্শন, সুন্দরী এবং সুন্দরভাবে ছাঁটা দাড়ি। আমার দৃষ্টি আকর্ষণকারী একটি জিনিস ছিল তার চোখ। আমি অবাক হয়ে গেলাম। আমি কেবল তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমি তার চোখ থেকে চোখ সরিয়ে রাখতে পারছিলাম না। আমি — আমি জানি না এটি সঠিক শব্দ কিনা কারণ ইংরেজি আমার মাতৃভাষা নয় — মুগ্ধ হয়েছিলাম। আমি এতটাই মুগ্ধ হয়েছিলাম যে আমার স্রষ্টা যাকে আমি ভালোবাসি, আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন! তিনি আমার দিকে তাকালেন এবং কিছু না বলেই তার মনের মধ্য দিয়ে আদেশ দিলেন। তারপর রথগুলি আমার সামনে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াতে শুরু করলেন, এত বেশি যে আমি তাদের গণনা করতে পারছিলাম না। কেউ তাদের চালাচ্ছিল না। তারা কাঠের সুসজ্জিত ব্লকগুলি ভিতরে বহন করেছিল, যার মধ্যে কেবল কয়েকটির ব্যক্তিগত নাম ছিল। যীশু আমাকে বললেন — আবারও তাঁর মনের মধ্য দিয়ে কিন্তু আমি জোরে এবং স্পষ্টভাবে শুনতে পেলাম, "তুমি খুব কম লোককেই বাঁচিয়েছ।"

তারপর সে সেই অনেকগুলো ব্লকের দিকে তাকিয়ে বললো, "তোমাদের এই কাঠের ব্লকগুলো আত্মা দিয়ে ভরে দিতে হবে।" আর তারপর আমি জেগে উঠলাম। যখন আমি জেগে উঠলাম, তখন আমার মনে হলো যে হয়তো ঈশ্বর চান আমি একজন আত্মা-জয়ী হই এবং একটি গির্জা খুলি। আবার আমার প্রথম স্বপ্নের মতো, আমি অনুভব করলাম যে আমি স্বর্গ থেকে ফিরে আসছি। এবং আমি আমার চারপাশে তাঁর উপস্থিতি অনুভব করলাম।

তাই পাঁচ বছর পর, ২০১৬ সালে, আমি একটি গৃহ গির্জা শুরু করি। আমি লোকেদের ডেকেছিলাম, তারা এসেছিল এবং আমি তাদের জন্য প্রার্থনা করেছিলাম। এটি প্রায় এক মাস ধরে চলছিল, কিন্তু যতবার আমি সেখানে ঈশ্বরের বাক্য ভাগ করে নিতে এবং তাদের সাথে প্রার্থনা করতে যেতাম, আমার হৃদয়ে আমার কোনও শান্তি ছিল না, আমি এতে ভালো বোধ করছিলাম না। অবশেষে, আমি মণ্ডলীকে বললাম যে আমি ত্যাগ করছি। তাদের আর গৃহ গির্জার ভেতরে প্রার্থনার জন্য আসতে হবে না। তারপর আমি বাইরে চলে গেলাম, যখন উঠোনে একজন বৃদ্ধা মহিলা আমার কাছে এলেন। সে আমাকে তার জন্য প্রার্থনা করতে বলল, তাই আমি তার মাথায় হাত রাখলাম, সে চোখ বন্ধ করে দিল, আমিও চোখ বন্ধ করে তার জন্য প্রার্থনা করলাম। আমি যখন তা করলাম, তখন আমার হাত দিয়ে একটা বৈদ্যুতিক শক অনুভব করলাম। আমি প্রার্থনা করার সময় চোখ খুললাম এবং এই বৃদ্ধা মহিলা এখানে ছিলেন কিন্তু তার পাশেই ছিলেন - এখন আমি ঘুমাচ্ছি না, এটা স্বপ্ন নয়, আমি বাইরে খোলা আকাশের নিচে - যীশু আমার সামনে হাজির হলেন, তার পাশে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। কিন্তু এখন তিনি সাদা পোশাক পরে ছিলেন না। তিনি নীল বা গাঢ় নীল রঙের একটি রাজকীয় পোশাক পরেছিলেন যা তার পায়ের কাছে নেমে গিয়েছিল। তার প্রশস্ত কাঁধ এবং শক্তিশালী বুকের সাথে তাকে এত শক্তিশালী দেখাচ্ছিল। যখন আমি তার বুকের দিকে তাকালাম তখন মনে হলো যেন আমি মহাকাশের ছায়াপথের মতো সেখানে ছায়াপথ দেখতে পাচ্ছি। এবং আমার মনে এই চিন্তা এলো: এই সেই ব্যক্তি যিনি মহাবিশ্বকে একত্রিত করে রেখেছেন! এবং যখন আমি তার দিকে মুখোমুখি তাকিয়ে ছিলাম, তখন তিনি হাসলেন এবং অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আমার মনে হলো তার হাসি বলতে চাইছে, "শাবাশ!" এই গির্জাটি বন্ধ করার জন্য। কারণ আমার জন্য তার পরিকল্পনাটি ছিল না; আমার গির্জা খোলার কথা ছিল না। আর যখন আমি প্রার্থনা শেষ করলাম, বৃদ্ধা চোখ খুলে বললেন, "তুমি কি জানো যে তুমি যখন আমার জন্য প্রার্থনা করছিলে তখন আমার কাঁধ থেকে একটা বোঝা নেমে যাচ্ছিল, আর তারপর আমি খুব হালকা বোধ করছি?" আমি জানতাম এটা যীশুর উপস্থিতির কারণে।

২০১৬ সালে আরেকটি স্বপ্ন বা দর্শনে, আমি যীশুকে স্বর্গে দেখতে পেলাম, একই রাজকীয় পোশাক পরে এবং একটি ভবনের বাইরে দাঁড়িয়ে, যার মুখমণ্ডল ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টের ভবনের মতো। সেখানে তিনি আমাকে বিশেষভাবে বলেছিলেন, "তোমার গির্জা খোলা উচিত নয়।" আমি কেবল তাকে বিশ্বের শীঘ্রই আসন্ন রাজা হিসেবে ঘোষণা করার কথা।

২০১৭ সালে স্বপ্নে আমাকে স্বর্গে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল যেখানে একটি সিংহাসন কক্ষে আমি যীশুকে তার সিংহাসনে বসে থাকতে দেখেছিলাম, তার হাত দুটি হাতের উপর ঝুলছে। মেঝেতে আমি তার সিংহাসনের চারপাশে কুয়াশা দেখতে পেলাম, এবং আমি এমন একটি শব্দ শুনতে পেলাম যেন পৃথিবীতে যুদ্ধ আসছে। আমি এমনই ধারণা পেয়েছিলাম। পৃথিবীতে খুব, খুব, খুব গুরুতর কিছু আসছে। আমি যীশুর দিকে তাকালাম। আবারও মুখ না খুলেই, কিন্তু তার মনের ভেতর দিয়ে আমি তাকে খুব জোরে এবং স্পষ্টভাবে বলতে শুনতে পেলাম, "আমি

শীঘ্রই আসছি!" যখন সে এই কথাগুলো বলল, তখন সে হাতলের বাহু ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে শুরু করল। কিন্তু সে পুরোপুরি দাঁড়ানোর আগেই, তার কাছ থেকে শক্তি এসে আমাকে স্বর্গ থেকে আকাশের মধ্য দিয়ে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে নিরীহভাবে উড়িয়ে দিল। আমি আমার বিছানায় পড়লাম। বিছানায় পড়ার মুহূর্তে আমি জেগে উঠলাম এবং আমি চিৎকার করে উঠলাম আমার মধ্যে তার উপস্থিতি এত তীব্রভাবে অনুভব করলাম। আমার স্ত্রী আমার পাশে ঘুমাচ্ছিল। সে আমাকে বলল, "কি হয়েছে?" আজ পর্যন্ত আমি জানি না কেন আমি তাকে এই কথা বললাম, কিন্তু আমার মুখ থেকে এই উত্তর বেরিয়ে এল, "আমি স্বর্গে একজন মানুষকে দেখেছি।"

এখন আমি ভাবতাম যে আমি বড় হয়ে একজন বৃদ্ধ খ্রিস্টান হব, এবং হয়তো নব্বইয়ের কোঠায় মারা যাব। কিন্তু ২০১৮ সালে সবকিছু বদলে গেল। সেই বছর, আবার স্বপ্নে, আমি ঈশ্বরকে দেখিনি কিন্তু তাঁর খুব জোরে কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি। যারা এটা শুনছেন - দয়া করে আমি পরবর্তীতে কী বলতে যাচ্ছি তাতে মনোযোগ দিন। আমি যে কথাগুলো বলতে যাচ্ছি সেগুলো লক্ষ্য করুন কারণ আমি যে কথাগুলো বলছি সেগুলোর কোনটিই মাটিতে পড়বে না। এই কথাগুলোর কোনটিই খালি থাকবে না কারণ এগুলো স্বয়ং ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে। অন্য কথায়, সেগুলো পূর্ণ হবে। এই স্বপ্নে তিনি বলেছিলেন, "২০২৬ সালের বিশ্বকাপ হবে না কারণ পৃথিবীতে যারা পিছনে রয়ে গেছে তাদের জীবন স্বাভাবিক থাকবে না।" তারপর আমি জেগে উঠলাম। আমি ফুটবলপ্রেমী নই, তাই যখন আমি জেগে উঠলাম, তখন আমি জানতাম না যে শেষ বিশ্বকাপ কখন অনুষ্ঠিত হয়েছে, অথবা পরবর্তীটি কখন হবে। পরে, আমি পরীক্ষা করে দেখলাম যে পুরুষদের ফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬ এর ম্যাচগুলি মূলত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত হবে।

২০১৮ সালের শেষের দিকে, একদিন ভোরে আমি ঘুম থেকে উঠে আলো জ্বালিয়ে বাইবেল পড়তে শুরু করি। সাদা পোশাক পরে যীশু আমার সামনে আবির্ভূত হন। এটা স্বপ্ন ছিল না, কারণ আমি জেগে ছিলাম। আমি তাঁর দিকে মুখোমুখি তাকিয়ে ছিলাম, ঠিক তখনই তিনি মুখ না খুলেই মনের মধ্যে এই কথাগুলো বললেন, “১৯৪৮ সালে ইস্রায়েল যখন একটি জাতিতে পরিণত হয়েছিল তখন থেকে যাত্রা শুরু হওয়ার ৭৭ বছর হবে।” তিনি “র‍্যাপচার” শব্দটি ব্যবহার করেননি কিন্তু আমি জানতাম যে তিনি এটির কথাই বলছেন। তিনি আরও বলেন, “২০২৫ সালে, ২৩ এবং ২৪ সেপ্টেম্বর, আমি আমার গির্জা দখল করতে আসব। এই দুই দিনে কেউ জানবে না যে আমি কোন দিন বা সময়ে আসব। এরপর, পৃথিবীতে যারা পিছনে পড়ে আছে তাদের জন্য সাত বছরের ক্লেশ হবে। ২০৩২ সালে, ১৫ সেপ্টেম্বর, আমি রাজা হিসেবে পৃথিবীতে ফিরে আসব।”

এই কথাগুলো বলার পর তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন, এবং আমি অবাক হয়ে গেলাম। তখন আমি র‍্যাপচার, দ্বিতীয় আগমন এবং ক্লেশ সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানতাম না। আমি যখন ছোট ছিলাম, তখন একজন যাজক আমাকে বলেছিলেন যে ভবিষ্যতে কিছু ক্লেশ আসবে এবং খ্রিস্টানরা এর মধ্য দিয়ে যাবে। আমি কেবল এটুকুই জানতাম। আমি জানতাম না যে র‍্যাপচারের মাধ্যমে পালানোর কোন পথ আছে। আমি হয়তো এখানে-সেখানে এই বিষয়ে শুনেছি, কিন্তু আমি আসলে খুব বেশি কিছু জানতাম না।

এখন আমি জানি যে এগুলি খুবই বিতর্কিত বিষয়, কিন্তু ঈশ্বর একদিন আমাকে যিশাইয় ৫৫ পড়তে বললেন যেখানে তিনি বলেছিলেন, "আমার কোন কথাই আমাকে ছেড়ে যাবে না এবং আমার কাছে শূন্যে ফিরে আসবে না।" এবং তারপর তিনি বললেন যে তিনি আমাকে শিক্ষা দিতে শুরু করবেন। তিনি আমার মনের মধ্য দিয়ে চিন্তা করতে শুরু করবেন। আমি ঈশ্বর নই কিন্তু তিনি আমার মনে চিন্তাভাবনা স্থাপন করবেন যাতে আমি এই বিষয়গুলি সম্পর্কে আরও বুঝতে পারি। তিনি আমাকে পূর্ববর্তী র‍্যাপচারের উপর ২ রাজাবলি ২:১-১১ পদে নিয়ে গেলেন - এলিয়ের। যখন এলিয়ে এবং ইলীশায় একসাথে ছিলেন, তখন ভাববাদীরা তাদের কাছে এসে ইলীশায়কে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি জানো যে আজ তোমার প্রভু তোমার কাছ থেকে নিয়ে যাওয়া হবে?" এবং ইলীশায় তাদের বললেন, "হ্যাঁ, আমি জানি।" এবং অন্য জায়গা থেকে অন্যান্য ভাববাদীরাও একই কাজ করেছিলেন। তারা তাকে একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিল, এবং সেও একইভাবে বলত "হ্যাঁ, আমি জানি।" অবশেষে এলিয় ইলীশায়কে বললেন, "তোমার কাছ থেকে আমাকে নিয়ে যাওয়ার আগে, তুমি আমাকে বলো আমি তোমার জন্য কী করব।" তাই আমি বুঝতে পারলাম যে এলিয়ের পরমানন্দের দিনটি তাদের কাছে রহস্য ছিল না। প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর ভাববাদীদের কাছে, ইলীশায়ের কাছে এবং এলিয়ের কাছে এটি প্রকাশ করেছিলেন। তাই ঈশ্বর আমাকে দেখিয়েছিলেন যে তিনি এই আসন্ন পরমানন্দের জন্য একই কাজ করবেন।

তাই আমি এই বিষয়টি আন্তরিকভাবে অধ্যয়ন করতে শুরু করি। তারপর আমি জানতে পারি যে ঈশ্বর সাতটি উৎসব প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং যীশু, তাঁর জীবন, মৃত্যু এবং পুনরুত্থানের মাধ্যমে, ইতিমধ্যেই চারটি পূর্ণ করেছেন - নিস্তারপর্ব, খামিরবিহীন রুটি, প্রথম ফল এবং পঞ্চাশত্তমী। আর মাত্র তিনটি বাকি আছে - তূরী বাজানোর উৎসব, প্রায়শ্চিত্তের দিন এবং আবাসস্থল।

লেবীয় পুস্তক ২৩ আমাদের বলে যে তূরী বাজানোর উৎসব একদিনের অনুষ্ঠান হিসেবে শুরু হয়েছিলএটি অমাবস্যার দৃশ্যমান দর্শন দিয়ে শুরু হয়েছিল। কিন্তু অমাবস্যার সেই ক্ষুদ্র অর্ধচন্দ্রাকার ভৌত পর্যবেক্ষণের অনিশ্চয়তার কারণে, এক দিনের সময়কাল পরে দুই দিন বাড়ানো হয়েছিল। অবশেষে এই পরিস্থিতির ফলে এই তূরী বাজনার উৎসবের উল্লেখ হিসাবে"কেউ দিন বা ঘন্টা জানে না" হিব্রু অভিব্যক্তিটি তৈরি হয়েছিল।

যেমনটি আগে উল্লেখ করা হয়েছে, যীশু যাত্রা শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন কিন্তু তিনি র‍্যাপচারের কথা বলছিলেন। ১৯৪৮ সালে ইস্রায়েল প্রতিষ্ঠার সাতাশ বছর পর, আমরা এই বছরেই, ২০২৫ সালে এসে পৌঁছেছি।

এবং ২০২৫ সালে, ২৩ এবং ২৪ সেপ্টেম্বর হবে তূরী বাজনার উৎসবের দুটি দিন। সুতরাং এটি হবে সময়ের সংকীর্ণ জানালা যখন চার্চের র‍্যাপচার অনুষ্ঠিত হবে। সাত বছর পরে, ২০৩২ সালে, ১৫ সেপ্টেম্বর হবে প্রায়শ্চিত্তের দিন যখন যীশু রাজা হিসেবে পৃথিবীতে ফিরে আসবেন।

তাহলে তিনি কেন আমাকে বিশ্বকাপ সম্পর্কে বললেন? ১ থিষলনীকীয় ৫:৫ আমাদের বলে যে এমন একটি সময় আসবে যখন মানুষ বিশ্বজুড়ে শান্তি ও নিরাপত্তার আগমনের উচ্চস্বরে প্রশংসা করবে। অন্তত আসন্ন ক্যারিশম্যাটিক অ্যান্টিক্রাস্ট র‍্যাপচারের পর বিশ্বকে এটাই প্রতিশ্রুতি দেবেন। সম্ভবত শান্তি আসবে, কিন্তু আমি জানি না কতদিন তা স্থায়ী হবে। কিন্তু ২০২৬ সালের জুনের মধ্যে বিশ্ব এতটাই

ভয়াবহ বিশৃঙ্খলার মধ্যে পড়বে, এত বিশৃঙ্খলা এবং ধ্বংসযজ্ঞ হবে যে ফিফা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং মেক্সিকোতে বিশ্বকাপের ম্যাচ আয়োজন করতে পারবে না।

মথি ২৪:৩৬ পদে যীশু বলেছেন যে, পরমানন্দের দিন বা ঘন্টা কেউ জানে না। কিন্তু আপনি যদি ইন্টারনেটে এটি গুগল করেন, তাহলে আপনি এমন ওয়েবসাইট খুঁজে পাবেন যেখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে এই অভিব্যক্তিটি আসলে তূরী উৎসবের জন্য একটি হিব্রু বাগধারা। তূরী উৎসব মূলত একদিনের উৎসব ছিল এবং এটি "অমাবস্যা"-এর শারীরিক দর্শনের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল। দৃশ্যমান দর্শনের অনিশ্চয়তার কারণে, একদিনের উৎসবটি দুটি প্রকৃত দিনে বিস্তৃত হয়েছিল। অতএব কেউ বলতে পারে যে কেউ অমাবস্যার দিন বা ঘন্টা জানত না - এবং ফলস্বরূপ তূরী উৎসব - এবং শেষ পর্যন্ত পরমানন্দও।

কিন্তু এটি এখানে ঐতিহ্যবাহী ইহুদি বিবাহের রীতিনীতির প্রতিফলন। শুধুমাত্র যখন বরের বাবা বিয়ের তারিখ নির্ধারণ করেন, তখন তিনি তার ছেলেকে বলেন "যাও এবং তোমার কনেকে নিয়ে এসো।" সুতরাং, বিবাহের দিন বা ঘন্টা কেউ জানে না, এমনকি পুত্রও নয়, কেবল পিতাই জানেন। গির্জা হল যীশুর কনে, তাই পরমানন্দ যীশু এবং গির্জার মধ্যে বিবাহের মতো হবে। পৃথিবীতে এটি এমন এক দিনে ঘটবে যা পৃথিবীতে কেউ জানে না, এমনকি পৃথিবীতে পুত্রও নয়, কেবল পিতাই জানেন।

আর যদি আপনি ১ করিন্থীয় ১৫:৫১-৫২ পদ পড়েন, তাহলে পৌল "শেষ তূরী" উল্লেখ করে যীশুর সাথে একমত হন। এখন অনেক লোক যখন "শেষ তূরী" পড়েন, তখন তারা প্রকাশিত বাক্যের বইয়ের দিকে ছুটে যান এবং বলেন যে শেষ তূরী হল ক্লেশের সময় সপ্তম দূতের দ্বারা বাজানো সপ্তম তূরী। এটি ভুল। তূরী উৎসবের সময় ৯৯ বার তূরী বাজানো হয় তার পরে ১০০তম এবং শেষটি হল "শেষ তূরী"।

১ থিষলনীকীয় ৫:১ পদ বলে, "এখন, ভাই ও বোনেরা, সময় এবং তারিখ সম্পর্কে - আমাদের তোমাদের কাছে লেখার প্রয়োজন নেই।" পৌলের "প্রভুর দিনের" সময় এবং তারিখ সম্পর্কে থিষলনীকীয়দের কাছে লেখার প্রয়োজন ছিল না। এর কারণ ছিল প্রভুর দিন পরবর্তী ২০০০ বছর ধরে তাদের কাছ থেকে লুকানো একটি ঘটনা হবে, কিন্তু যা শেষ সময়ের চার্চের কাছে প্রকাশিত হবে। আর ৪ নং পদে পৌল বলেছেন যে সেই দিন আলোতে থাকা লোকদের কাছে অবাক করবে না, বরং চোরের মতো অন্ধকারে থাকা লোকদেরও অবাক করবে।

ইব্রীয় ১০:২৫ পদ আমাদেরকে একত্রিত হওয়া অবহেলা না করার পরামর্শ দেয়, বরং যতই আমরা সেই দিনটি এগিয়ে আসতে দেখছি ততই তা আরও বেশি করে করতে হবে। আর আমি তোমাদের বলছি যে এটি কোনও এলোমেলো দিন নয় বরং সময়ের একটি নির্দিষ্ট জানালা যা কেউ এগিয়ে আসতে দেখতে পাবে।

প্রেরিত ১:৬-৭ পদে যীশুর শিষ্যরা তাঁর পুনরুত্থানের পর তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "এই সময়ে কি আপনি ইস্রায়েলের রাজা হবেন?" কিন্তু তিনি তাদের বললেন, "পিতা তাঁর নিজের কর্তৃত্বে যে সময় এবং ঋতু নির্ধারণ করেছেন তা জানা তোমাদের কাজ নয়। কিন্তু তোমরা যিহূদিয়া, শমরিয়া এবং পৃথিবীর শেষ প্রান্তে আমার সাক্ষী হবে।" অন্য কথায়, যীশু কখন ফিরে আসবেন এবং ইস্রায়েলে রাজা হবেন তা তাদের চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত নয়। সর্বোপরি, এটি ২০০০ বছর পরে ঘটবে।

এটা ঠিক দানিয়েলকে শেষ সময় পর্যন্ত তার কথা বন্ধ রাখতে এবং তার বই সীলমোহর করতে বলা হওয়ার মতো। তাই শেষকালে গির্জায় একটি প্রকাশ আসবে, শেষকালের প্রকাশ।

তাই আমি দক্ষিণ আফ্রিকা এবং বিশ্বকে সতর্ক করার জন্য লিখছি যে যীশু ফিরে আসছেন। যদি আপনার জীবনে যীশু ছাড়া পাওয়া যায় অথবা আপনি যদি আপনার জীবন যীশুর কাছে সমর্পণ না করে থাকেন - মনে রাখবেন যে সময় ঘনিয়ে আসছে। ঈশ্বর মানুষের জন্য তাঁকে গ্রহণ করার জন্য যে সময় নির্ধারণ করেছেন, সেই অনুগ্রহের সময়কাল যেখানে ঈশ্বর গির্জাকে বিশ্বের কাছে পৌঁছানোর জন্য দিয়েছেন যাতে সকলে যীশুকে গ্রহণ করতে পারে এবং রক্ষা পেতে পারে।

পরমানন্দ ঘটবে। দক্ষিণ আফ্রিকা সহ সারা বিশ্বে লক্ষ লক্ষ খ্রিস্টান এক সেকেন্ডের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যাবে। খ্রিস্টানদের পৃথিবী থেকে অপসারণের পর ঈশ্বরের বিচার পৃথিবীর উপর নেমে আসবে।

বিশ্ব ২০২৬ বিশ্বকাপের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ২০২৫ সালের পরমানন্দের পর পৃথিবীতে এত বিশৃঙ্খলা, ধ্বংস এবং ধ্বংসযজ্ঞ দেখা দেবে যে ২০২৬ সালের জুনের মধ্যে কোনও বিশ্বকাপ ম্যাচ খেলা হবে না। পৃথিবী একটি অচেনা জায়গা হয়ে উঠবে।

তাই আবারও আমি আপনাদের সকলের কাছে আবেদন জানাতে এবং অনুরোধ করতে এসেছি - দয়া করে ভাববেন না যে আপনার কাছে অনেক সময় আছে। আপনার কাছে খুব বেশি সময় নেই। মনে রাখবেন যে আমাকে গির্জা খোলার জন্য ডাকা হয়নি। আমি একবার ভেবেছিলাম যে ঈশ্বর আমার জন্য এটাই মনে রেখেছিলেন। কিন্তু তারপর থেকে, আমি বুঝতে পেরেছি যে আমার আহ্বান হল বিশ্বকে ঘোষণা করা যে সর্বোপরি, যীশু জীবিত এবং তিনি শীঘ্রই ফিরে আসছেন। তাই, হে পৃথিবী, প্রস্তুত থাকো। তোমাদের সকল পাপকে পিছনে ফেলে খ্রীষ্টের কাছে এসো যেখানে তোমরা পরিত্রাণ পাবে। এখন শেষের সময়। আমি বলতে পারি না যে আমিই একমাত্র আহ্বান, কিন্তু আমি ঈশ্বরের শেষ আহ্বানগুলির মধ্যে একজন। তাই আমি সকলের কাছে আবেদন করছি - সাধারণ নাগরিক, ব্যবসায়ী, সেলিব্রিটি, সরকারি মন্ত্রী, বিশ্বের প্রতিটি মহাদেশের দেশের রাষ্ট্রপতি - এখনই যীশুকে তোমাদের জীবন উৎসর্গ করো কারণ পরমানন্দের সময় ঘনিয়ে এসেছে।

২০১৯ সালে আমি একটি টিভি অনুষ্ঠানে টম হর্নকে তার বই "দ্য ওয়ার্মউড প্রফেসি" সম্পর্কে কথা বলতে দেখেছিলাম। তিনি এখন আর আমাদের সাথে নেই, কিন্তু সেই অনুষ্ঠানে তিনি বলেছিলেন যে নাসার একজন কর্মচারীর কাছ থেকে তিনি তথ্য পেয়েছেন যে ২০২৯ সালে ১৩ তারিখ শুক্রবার একটি গ্রহাণু পৃথিবীতে আঘাত করবে। হর্ন বলেছিলেন যে তিনি যখন বুঝতে পেরেছিলেন যে গ্রহাণুটি প্রকাশিত বাক্য ৮-এ উল্লেখিত জ্বলন্ত নক্ষত্র হতে পারে, তখন তাকে হতবাক হয়ে বসে থাকতে হয়েছিল। যদি এই তারিখটি সাত বছরের দুর্দশার সময়ের মাঝামাঝি হয়, তাহলে সাড়ে তিন বছর পিছনে গণনা করলে ২০২৫ সাল আসে। আমি আপনাকে জানিয়েছি যে তিনি তার সামগ্রিক

ভবিষ্যতের সময়রেখার সাথে সঠিক ছিলেন যা মূলত আমার সাথে মিলে যায়।

আমি ২০১৮ সালে শেষ বড় দৃষ্টিভঙ্গি পেয়েছিলাম। অবশ্যই, তারপর থেকে এটি সম্পর্কে কথা বলার এটি আমার প্রথম সময় নয়। উদাহরণস্বরূপ, আমি গডস ভয়েস ডেইলি আন্তর্জাতিক পডকাস্টে কথা বলেছিলাম। আমার নিজস্ব ইউটিউব চ্যানেলও আছে যেখানে আমি এই বার্তাটি দেওয়ার চেষ্টা করি। আমি এখানে চ্যানেলের নাম দেব না কারণ আমি এখানে নিজেকে প্রচার করতে আসিনি।

যীশু মারা যান, তাঁকে সমাহিত করা হয়, পুনরুত্থিত হন এবং ৩২ খ্রিস্টাব্দে স্বর্গে আরোহণ করেন। বাইবেল পণ্ডিতরা বিশ্বাস করেন যে তিনি ২০০০ বছরের জন্য চলে যাবেন এবং তারপর ফিরে আসবেন। যদি আপনি ৩২ খ্রিস্টাব্দের সাথে ২০০০ বছর যোগ করেন তবে আপনি ২০৩২ সালে খ্রিস্টের প্রত্যাবর্তনের বছর পাবেন। কিন্তু তার আগে সাত বছর ক্লেশের বছর থাকবে, তাই যদি আপনি ২০৩২ থেকে সাতটি বিয়োগ করেন, তাহলে আপনি এই বছর, ২০২৫ সালে শেষ করবেন!

নিঃসন্দেহে অনেকেই আমাকে বলবেন যে আরও অনেকে আগে এই ধরণের তারিখ নির্ধারণ করেছেন। এই সব কিছুই ব্যর্থ হয়েছে - কিন্তু এই বছরের সাথে তা হবে না। আমি এক বিলিয়ন শতাংশ নিশ্চিত যে চার্চের পরমানন্দ এই ২৩ বা ২৪ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। আমি বিশ্বকে এর জন্য প্রস্তুত থাকতে বলছি। যীশুকে আপনার জীবন দিতে ভুলবেন না। তিনিই পথ, সত্য এবং জীবন, তিনিই ঈশ্বর।